Question Paper

Semester II

General

10 Marks

১। হর্ষবর্ধনের শাসনকালের মূল্যায়ন কর।

২। বাংলায় শশাঙ্কের কৃতিত্ব বিশ্লেষণ কর।

৩। পল্লব চালুক্য সংঘর্ষের ধারা ও চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

5 Marks

১। টীকা লেখ হিউয়েন সাঙ ।

২। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৩। পল্লব স্থাপত্য ভাস্কর্যের পরিচয় দাও।

শশাঙ্ক সম্পর্কিত আলোচনার সারবস্তুঃ

খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তম শতাব্দীর গোড়ায় বাংলার যে অংশ গুপ্তোত্তর উত্তর ভারতীয় রাজনীতিতে নির্ণায়কের ভূমিকা গ্রহণ করে, তা হল দক্ষিন ও পূর্ববঙ্গ যা গৌড় নামে পরিচিত ছিল। গৌড় রাজ্যর এই নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহণের মূলে ছিল গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব। হর্ষবর্ধনের সভাকবি বানভট্ট রচিত হর্ষচরিত, হিউয়েন সাঙের ভ্রমনবৃত্তান্ত সি ইউ কি, বৌদ্ধগ্রন্থ আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্প হল শশাঙ্ক সম্পর্কিত তথ্যাবলীর প্রধান উৎসসমূহ। পরবর্তী গুপ্তরাজা মহাসেনগুপ্তের আমলে তাঁর সামন্ত হিসাবে কর্মরত শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের মৃত্যুর পর ৬০৬ খ্রিস্টাব্দের পূর্বেই মুর্শিদাবাদ জেলার কর্ণসুবর্ণকে রাজধানী করে স্বাধীন গৌড় রাজ্যর প্রতিষ্ঠা

করেন। কনৌজের মৌখরিরা বারংবার বাংলার ওপর আক্রমন আনায় শশাঙ্কের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য ছিল মৌখরিদের হাত থেকে তাঁর রাজ্যকে রক্ষা করা। এইরুপ প্রেক্ষাপটে কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করলে মৌখরি-পুষ্যভূতি মৈত্রীজোট গড়ে ওঠে, যা আবার পুষ্যভূতিদের সাথে শত্রুতাজনিত কারনে মালবরাজ দেবগুপ্তের পক্ষে অস্বস্তিকর ছিল। তাই মালবরাজ গৌড়রাজ শশাঙ্কের সাথে শক্তিজোট গড়ে তোলে নিরাপত্তাজনিত স্বার্থে। মালব-গৌড় শক্তিজোট যৌথভাবে কনৌজ আক্রমন করে কনৌজরাজ গ্রহবর্মণ কে পরাজিত ও নিহত ও তাঁর স্ত্রী রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করেন।নিজ ভগিনীকে উদ্ধার এবং গ্রহবর্মণের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে থানেশ্বরের তরুন নৃপতি রাজ্যবর্ধন দেবগুপ্ত ও শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং এই যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হলে বিপরীত দিকে রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে নিহত হন।রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুতে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে বসে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং এইপর্বে শশাঙ্কের শক্তিবৃদ্ধিতে ভীত কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ হর্ষবর্ধনের সাথে যোগ দেন।আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে বলা হয়েছে, হর্ষবর্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে কিছু সাফল্য অর্জন করলেও এই সাফল্য স্থায়ী হয়নি, কারন ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন। পশ্চিমে মগধ সম্ভবত প্রথম থেকেই শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।শশাঙ্ক মূলত শৈবধর্মের অনুরাগী ছিলেন।বস্তুতপক্ষে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক অখণ্ড ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গৌড়ের আত্মপ্রকাশ শশাঙ্কের অনন্যসাধারণ সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্যর ফল।

পাঠ প্রস্তুতকারক

অভীক ভঞ্জ ও

তন্ময় মালাকার

অধ্যাপক, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ